থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রথম পত্র

১ আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমরা পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয়
মণ্ডলীর সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি

২ আমাদের প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করে আমরা তোমাদের সকলের জন্য সর্বদাই ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ জানাই; ৩ আমরা তোমাদের সক্রিয় বিশ্বাস, তোমাদের পরিশ্রমী ভালবাসা ও আমাদের প্রভু
যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে অবিরত স্মরণ করে
থাকি; ৪ কেননা, ভাই, তোমরা যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, সেই তোমাদের সম্বন্ধে আমরা জানি,
তোমরা তাঁর মনোনীতজন, ৫ কারণ আমাদের সুসমাচার কথার মধ্য দিয়ে শুধু নয়, কিন্তু পরাক্রমে
ও পবিত্র আত্মায় ও গভীরতম প্রত্যয়েও তোমাদের কাছে ব্যাপ্ত হয়েছিল; এবং তোমরা তো ভালই
জান, তোমাদের খাতিরে আমরা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম। ৬ আর তোমরা বহু
ক্লেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পবিত্র আত্মার আনন্দে বাণী সাদরে গ্রহণ করে আমাদের ও প্রভুর
অনুকারী হয়েছ; ৭ এতে তোমরা মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে একটা আদর্শ
হয়ে উঠেছ; ৮ কেননা তোমাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী ধ্বনিত হয়েছে, আর শুধুমাত্র মাকিদনিয়াতে
ও আখাইয়ায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বস্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে; তাই
সেকথা উল্লেখ করা আমাদের আর প্রয়োজন নেই; ৯ তারা নিজেরাই তো আমাদের বিষয়ে এই কথা
বলে যে, আমরা কেমন করে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর কেমন করে তোমরা দেবমূর্তিগুলো
ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করতে পার ১০ এবং
যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক—সেই
খ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় থাক, যিনি আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

পলের প্রৈরিতিক আদর্শ

২ কেননা, ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি;
২ বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার পর—কথাটা তোমরা জান—
আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার
প্রচার করেছিলাম। ৩ আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও
নয়। ৪ কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর
সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয়
যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি। ৫ তোমরা তো জান,
আমরা তোষামোদের কোন কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত
হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। ৬ মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের
কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের
অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। ৭ বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করেন,
তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; ৮ তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত

গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক
ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!
৯ ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা
যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার
করেছিলাম। ১০ তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের
প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। ১১ তোমরা তো জান, পিতা
যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, ১২
উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর,
যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

থেসালোনিকীয়দের বিশ্বাসের জন্য পলের প্রশংসা

১৩ আর এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ
থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে;
তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। ১৪ কেননা, ভাই,
যুদেয়ায় খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ, যেহেতু
তোমরাও তোমাদের স্বজাতি মানুষদের হাতে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছ, তারাও যেমন দুঃখকষ্ট
ভোগ করেছে সেই ইহুদীদের হাতে ১৫ যারা প্রভু যীশু ও নবীদেরও মৃত্যু ঘটিয়েছিল, আমাদেরও
নির্যাতন করেছিল; তারা ঈশ্বরেরও প্রীতিকর নয়, আবার সকল মানুষেরও বিরোধী বলে দাঁড়ায়, ১৬
কারণ বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য প্রচারকর্ম চালাতে তারা আমাদের বাধা দিচ্ছে; এভাবে তারা
নিজেদের পাপের মাত্রা পূরণ করে দিচ্ছে, কিন্তু ঐশক্রোধ অবশেষে তাদের নাগাল পেয়েছে।

পলের চিন্তা

১৭ ভাই, কিছু কালের মত তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর—শারীরিক দিক থেকেই
বিচ্ছিন্ন, হৃদয়ে নয়—আমরা তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য মনের গভীর আকাঙ্ক্ষায় কতই না
ব্যাকুল ছিলাম; ১৮ কারণ আমরা, বিশেষভাবে আমিই পল, একবার, এমনকি দু'বার তোমাদের
কাছে যেতে বাসনা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। ১৯ আসলে, আমাদের প্রভু যীশুর
আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের
মুকুট হতে পারবে? ২০ হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

তিমথির কথা

৩ এজন্য, নিজেদের আর সামলাতে না পারায় আমরা স্থির করেছিলাম, এথেন্সে একা হয়ে থাকব, ২
এবং আমাদের ভাই ও খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারকাজে ঈশ্বরের সহকর্মী সেই তিমথিকে
পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদের সুস্থির করেন ও বিশ্বাস পালনে তোমাদের নব চেতনা দান
করেন, ৩ যেন এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই বিচলিত না হও। তোমরা তো জান, এই
সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত। ৪ আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালেও
আমরা আগে থেকে তোমাদের বলেছিলাম, আমাদের ক্লেশ ভোগ করতেই হবে; আর ঠিক তাই

ঘটেছে, এবং তোমরা তা ভালই জান। ৫ তাই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আমি তোমাদের
বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছিলাম; আমাদের ভয় ছিল, সেই প্রলুব্ধকারী হয় তো
তোমাদের প্রলোভন দেখিয়েছে, ফলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

৬ কিন্তু এখন তিমথি তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও
ভালবাসা সম্বন্ধে সুখবর নিয়ে এসেছেন; তিনি বলেছেন, আমাদের বিষয়ে তোমরা শুভস্মৃতি রাখছ,
আমাদের দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, ঠিক যেমনটি আমরাও তোমাদের দেখতে ইচ্ছা করছি। ৭
এজন্য, ভাই, আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের কারণে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে ছিলাম, এখন
তোমাদের বিষয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছি; ৮ হ্যাঁ, আমরা এখন বাঁচি, যেহেতু তোমরা প্রভুতে
স্থিতমূল। ৯ তোমাদের কারণে আমরা আমাদের ঈশ্বরের সামনে যে গভীরতম আনন্দ বোধ করছি,
তার প্রতিদানে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? ১০ তোমাদের মুখ
দেখবার জন্য ও তোমাদের বিশ্বাসের যতটুকু অভাব এখনও রয়েছে, তা পূরণ করার জন্য আমরা
দিনরাত সনির্বন্ধ মিনতি করে আসছি। ১১ আহা, আমাদের ঈশ্বর ও পিতা নিজেই এবং আমাদের
প্রভু যীশু যদি তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করতেন! ১২ প্রভুর অনুগ্রহে, তোমাদের
পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে ওঠে, উথলে ওঠে, তোমাদের
প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উথলে ওঠে, ১৩ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন তাঁর সকল
পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয়
পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

পবিত্রতা ও ভ্রাতৃপ্রেমে যাপিত জীবন

৪ শেষ কথা, ভাই: আমরা মিনতি করি, ও প্রভু যীশুতে তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা
আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য তোমাদের কীভাবে চলা উচিত—
তোমরা সেইভাবেই তো চলছ; তবু এবিষয়ে আরও বেশি উন্নতিশীল হও। ২ তোমরা তো জান, প্রভু
যীশুর পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের কি কি আদেশ দিয়েছি। ৩ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ, তোমরা
পবিত্র হবে; অর্থাৎ, তোমরা যেন যৌন অনাচার থেকে দূরে থাক, ৪ তোমরা প্রত্যেকে যেন নিজ
নিজ দেহকে পবিত্রতা ও মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা কর—৫ নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার বস্তু ব'লে
নয়, যেভাবে সেই বিধর্মীরা করে যারা ঈশ্বরকে জানে না; ৬ এই ক্ষেত্রে কেউ যেন তার ভাইয়ের
প্রতি অন্যায় না করে, তাকে না ভোলায়, কারণ প্রভু এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিফলদাতা; একথা
আমরা আগে তোমাদের বলেছিলাম, জোর দিয়েই বলেছিলাম। ৭ কারণ ঈশ্বর অশুচি হবার জন্য
নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন। ৮ তাই যে কেউ এই সমস্ত কথা অবজ্ঞা করে,
সে মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে যিনি নিজের পবিত্র আত্মাকে তোমাদের দান করেন।

৯ ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ঈশ্বরের
কাছ থেকেই পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছ, ১০ আর আসলে গোটা মাকিদনিয়ার সকল ভাইদের
প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করছ; তবু তোমাদের অনুরোধ করে বলছি, ভাই, আরও বেশি কর; ১১
এবং এ বিষয়েই বিশেষভাবে যত্নবান হও: শান্ত জীবন যাপন করা, নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যাপৃত
থাকা, ও নিজেরাই কাজ করে জীবিকা অর্জন করা, যেমনটি তোমাদের বলেছিলাম। ১২ এর ফলে

তোমরা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা জয় করবে ও তোমাদের পরনির্ভরশীল হতে হবে না।

মৃতদের পুনরুত্থান ও প্রভুর দিনের আগমনের প্রতীক্ষা

১৩ ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা
চাচ্ছি না; অন্যথা, সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে পড়বে, যারা আশাবিহীন মানুষ।
১৪ আসলে আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে
নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন। ১৫ প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে আমরা তোমাদের
একথা বলছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের
চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; ১৬ কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের
তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রীষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে
পুনরুত্থান করবে; ১৭ পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই
আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে;
আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব। ১৮ সুতরাং তোমরা এই ধরনের কথা চিন্তা করতে
করতে পরস্পরকে আশ্বাস দাও।
৫ ভাই, বিশেষ বিশেষ কাল ও লগ্ন সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, ২ যেহেতু
তোমরা নিজেরা ভালই জান যে, চোর যেমন রাত্রিবেলায় আসে, প্রভুর দিন ঠিক সেইভাবে আসবে।
৩ লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই গর্ভবতী নারীর প্রসবযন্ত্রণার মত বিনাশ
তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে; আর তারা কেউই তা এড়াতে পারবে না। ৪ কিন্তু, ভাই, তোমরা
অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। ৫ তোমরা তো সকলে
আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। ৬ তাই আমরা যেন
অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই; ৭ কারণ যারা ঘুমোয়,
তারা রাতেই ঘুমোয়, এবং যারা মদ খায়, তারা রাতেই মাতাল হয়। ৮ কিন্তু আমরা যেহেতু
দিনেরই, সেজন্য আমাদের মিতাচারী হওয়া চাই, এবং বিশ্বাস ও ভালবাসার *বর্মে সজ্জিত* হওয়া ও
পরিত্রাণদায়ী *আশার শিরস্ত্রাণ* মাথায় রাখা চাই; ৯ কেননা ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে
রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট
দ্বারা, ১০ যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়
থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি। ১১ সুতরাং তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও, এবং একে
অন্যকে গেঁথে তোল, যেইভাবে করে আসছ।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১২ এখন, ভাই, আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি; যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, প্রভুতে
তোমাদের পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ও তোমাদের সদুপদেশ দেন, তাঁদের প্রতি যত্নশীল হও, ১৩
তাঁদের কাজের কথা ভেবে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাও। নিজেদের মধ্যে শান্তিতে
থাক। ১৪ ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি: যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলে, তাদের সাবধান কর; যারা
ভীরু, তাদের উৎসাহিত কর; যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও। ১৫
দেখ, যেন অপকারের প্রতিদানে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু সবসময় পরস্পরের ও

সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর। ১৬ নিত্যই আনন্দে থাক; ১৭ অবিরত প্রার্থনা কর; ১৮ সবকিছুতে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। ১৯ আত্মাকে নিভিয়ে
দিয়ো না। ২০ নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না; ২১ সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে
রাখ; ২২ যত ধরনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাক।
২৩ স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ
ও দেহ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। ২৪ যিনি
তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।
২৫ ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।
২৬ সকল ভাইকে পবিত্র চুম্বনে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ২৭ প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, এই পত্র যেন
সকল ভাইয়ের কাছে পড়ে শোনানো হয়।
২৮ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।